JAN. 21 2002

JAN. ~~20~~ 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গাউছিয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার অনন্য কৃতিত্ব

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মোহাম্মদপুর, থানাধীন বাবর রোডস্থ (জহুরী মহল্লায়) অভিজাত আবাসিক এলাকায় ১৯৮২ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক আলহাজ মোঃ শামসুর রহমান সাহেবের প্রচেষ্টা ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানটি আজ এ পর্যায়ে উন্নীত।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফাযিল স্তর পর্যন্ত উন্নীত অত্র মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণী থেকে ফাযিল (ডিগ্রী) পর্যন্ত মোট ১৩টি ক্লাস চালু রয়েছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ শতাধিক। প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ অধ্যক্ষসহ পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শীর্ষ স্থান অধিকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। মাদ্রাসায় মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫।

ইয়াতিম খানা (লিল্লাহ বোর্ডিং) : দেশের ছিন্নমূল ও অসহায় ইয়াতিমদের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৫৫ জন ইয়াতিম ছাত্র নিয়ে অত্র ইয়াতিমখানা পরিচালিত হচ্ছে।

ছাত্রাবাস : ছাত্রদের পড়াশোনা ও চরিত্র গঠনের সার্বিক তদারকের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১২০ জন ছাত্র রয়েছে অত্র ছাত্রাবাসে। ছাত্রাবাসে মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান।

হিফয বিভাগ : এখানে আধুনিক আবাসিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি হিফয খানা রয়েছে। এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দক্ষ ৩ জন কুরআনে হাফেয শিক্ষক। অত্র হিফয খানায় পবিত্র কুরআন মুখস্থ করানোর পাশাপাশি কুরআনের ভাষা 'আরবীতে' কথোপকথনে ছাত্রদের পারদর্শী করে গড়ে তোলার নিমিত্তে সুদক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরবী ভাষায় দক্ষ একজন হাফেজ শিক্ষকও নিয়োজিত রয়েছেন। হিফয খানায় বর্তমানে ৫০ জন ছাত্র রয়েছে।

কুতুব খানা (লাইব্রেরী) : মেধা ও মননশীলতায় ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য এখানে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। পাঠাগারে পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ছাড়াও মাসয়ালা-মাসায়েল, ইসলামী সাহিত্য ও বহু ভাষার অভিধানসহ বিপুলসংখ্যক বই-পুস্তক বিদ্যমান রয়েছে।

বিজ্ঞানাগার : নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি সম্বলিত একটি বিজ্ঞানাগার রয়েছে।

কম্পিউটার বিভাগ : আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম আবিষ্কার কম্পিউটার-এ শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে তোলার লক্ষ্যে মাদ্রাসায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে একজন শিক্ষকের অধীনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাদ্রাসার একাডেমীক ভবন

পাঠদান পদ্ধতি

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর পারদর্শী এবং পাঠমনোযোগী করে তোলার জন্য সেমিনার/টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পাঠদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিজস্ব ডায়েরীর মাধ্যমে প্রতিদিনের পাঠদান এবং আদায়ের ব্যবস্থা এ প্রতিষ্ঠানে খুব সুন্দরভাবে পালিত হয়। বছরে ৩টি পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের মেধাশক্তিকে অধিকতর প্রখর করে তোলার লক্ষ্যে প্রতি মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষায় পূর্ণ প্রবৃত্তি ও প্রতিযোগিতামূলক ফলাফল অর্জনের নিমিত্তে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ও পরীক্ষার নম্বরের গড়ের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়।

বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্ব : অত্র মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষায় বরাবরই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। উক্ত পরীক্ষাসমূহে এ মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের পাসের হার শতকরা ৯০ জনেরও উপরে। বৃত্তি পরীক্ষায়ও এ মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা প্রশংসনীয় স্থান লাভ করে আসছে। ২০০০ সালের এবতেদায়ী (প্রাথমিক) বৃত্তি পরীক্ষায় মোহাম্মদপুর থানার জন্য সংরক্ষিত ট্যালেন্টপুলসহ ৩টি বৃত্তি এ মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরাই লাভ করে।

সহ পাঠ্যক্রম কার্যাবলী

লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সহ পাঠ্যক্রম বিষয়ে অধিকতর পারদর্শিতা অর্জনের নিমিত্তে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৃহস্পতিবারে ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বিতর্ক সভা, বক্তৃতা, ক্বেরাত, হামদ-নাত ইত্যাদি প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় ও, ধর্মীয় বিভিন্ন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের সাথে সাথে মনোজ্ঞ ও রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বার্ষিক ক্রীড়া ও মিলাদ অনুষ্ঠান,

শরীর চর্চা ও শরীয়াতসম্মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,

সাহিত্য সাময়িকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং

দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা তথা অধিকতর সচেতন নাগরিক রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে একজন সুযোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউট লিডারের পরিচালনায় একটি শক্তিশালী স্কাউটস্ গ্রুপও চালু রয়েছে।

রাজধানীর এ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পানে এগিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় যুগে আজ এ প্রতিষ্ঠানটি ২০... 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' উপ... প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ... হিসেবে পুরস্কার লাভ ক...

❑ মুহাম্মদ খাঁ... রহমান